হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৯৬৩৫/ ২০১৮

মোহাম্মদ আলী

-----সাজাপ্রাপ্ত-আপিলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র এবং অন্য

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট আবদুল্লা আল বাকী সংগে

এ্যাডভোকেট ওয়াহিদা আফরোজ চৌধুরী

এ্যাডভোকেট কায়দে আজম

---সাজাপ্রাপ্ত-আপিলকারীপক্ষে।

এ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান

-----২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ০১.০৯.২০২২ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৩.১১.২০২২।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী মোহাম্মদ আলী কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১০ ধারা মোতাবেক আপীল দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ হতে বিগত ইংরেজী ০৮.১০.২০১৮ তারিখে নিম্নবর্ণিতভাবে আপীলটি গৃহীত হয়েছিলঃ

" This appeal will be heard.

Records of the case be called for.

Issue the usual notices upon the respondent.

The realization of fine be stayed till disposal of the appeal.

Mr. Suruzzaman Akanda, the learned Advocate appearing for the convict-appellant submits that the trial Judge considering the impugned sentence granted ad-interm bail to convict-appellant and in view of the above facts he submits to

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

affirm the order of bail granted to the appellant and stay of the fine till disposal of the appeal.

Mr. Main Md. Shamim Ahsan, the learned Advocate appearing for the State has opposed the prayer for bail.

Considering the facts and circumstances of the case, the submissions advanced by the learned Advocate for the convict-appellant and on perusal of the record of the case, I am inclined to affirm the order of bail granted earlier by the Court below and stay of fine.

Accordingly, the order of bail granted earlier by the below is hereby affirmed and realization of fine is also stayed till disposal of the appeal."

আপীলটি নিষ্পত্তিতে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আপীলকারী বিগত ইংরেজী ২৯.০৯.২০১১ তারিখে অভিযোগকারী ব্যাংক তথা ব্রাক ব্যাংক লিমিটেড, নবীনগর ইউনিট হতে শতকরা ১৮.২৫% সুদে প্রতিমাসে ১৪,৫৬৪/- টাকা কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য শর্তে ৪,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। আপীলকারী বিগত ইংরেজী ৩১.০৩.২০১৫ তারিখে অভিযোগকারী ব্যাংক বরাবরে আপীলকারীর বকেয়া ঋণ এর জামানত স্বরূপ ২,৯৫,৯০৪/- টাকার চেক প্রদান করলে বিগত ইংরেজী ০২.০৬.২০১৫ তারিখে ব্যাংকে নগদায়নের জন্য উপস্থাপন করলে অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে চেকটি প্রত্যাখ্যাত হয়। পরে অভিযোগকারী ব্যাংক বিগত ইংরেজী ১৬.০৬.২০১৫ তারিখে আসামীর বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করলে আপীলকারী ৩০ দিনের মধ্যে টাকা না দেওয়ায় অভিযোগকারী ব্যাংক বিগত ইংরেজী ২৭.০৭.২০১৫ তারিখে মামলা দায়ের করে। অতঃপর মোকদ্দমাটি দায়রা মোকদ্দমা নং- ৪১৭/২০১৫ (সি. আর. ১৪২/২০১৫ নবীনগর হতে উদ্ভুত) হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে বিচারের জন্য বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া আদালতে আসলে বিজ্ঞ আদালত বিগত ইংরেজী ২০.০৬.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আপীলকারীকে The Negotiable Instrument Act, 1881এর ১৩৮ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে ০৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ২,৯৫,৯০৪/- টাকা জরিমানা প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীলকারী অত্র আপীলটি দায়ের করেন।

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আবদুল্লা আল বাকী নিবেদন করেন যে, আপীলকারী মোহাম্মদ আলীর ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তানিয়া ইলেকট্রিক এন্ড ওয়াচ আগুনে পুড়ে বন্ধ হয়ে আছে। আপীলকারী ছোট ছোট সন্তানদেরকে নিয়ে একবেলা খেয়ে একবেলা উপোষ করে আসছেন। এমনতর অবস্থায়ও আপীলকারী ব্যাংক থেকে তার ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা ঋণের বিপরীতে ৩,১৯,৩৭৫.৭৫ (তিন লক্ষ উনিশ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাজার তিনশত পঁচাত্তর দশমিক সাত পাঁচ) টাকা এবং চেক প্রত্যাখানের দিন বিগত ইংরেজী ০২.০৬.২০১৫ তারিখে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং আপীল এর নিমিত্তে আদালতে ১,৪৮,০০০ (এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার) টাকা এবং আপীল চলাকালীন সময়ে ব্যাংক আপোষের শর্তে বিগত ইংরেজী ৩০.১০.২০১৯ তারিখে ৫৫,০০০/ (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা সর্বমোট ৫,২৪,৩৭৫.৭৫/- (পাঁচ লক্ষ চব্বিশ হাজার তিনশত পঁচাত্তর দশমিক সাত পাঁচ) টাকা প্রদান করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও, আপীলকারীর কেন ৬ (ছয়) মাসের জেল হয়েছে এবং এখনও ২,৪০,৯০৪/- (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার নয়শত চার) টাকা ব্যাংককে দিতে হবে।

অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান ব্যাংকের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনপূর্বক নিবেদন করেন যে, ব্যাংক যথাযথভাবে অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের করেছেন এবং বিজ্ঞ বিচারিক আদালত সঠিক ভাবে রায় প্রদান করেছে।

আপীল মেমো ও নথী পর্যালোচনা করা হলো। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটদ্বয়ের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১১৮ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

> ***"118. Presumptions as to negotiable instruments of consideration- Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:***
>
> ***(a) That every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration.***
>
> ***as to date;***
>
> ***(b) that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date;***
>
> ***as to time of acceptance;***
>
> ***(c) That every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity;***
>
> ***as to time of transfer;***
>
> ***(d) that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity;***
>
> ***as to order of indorsement;***
>
> ***(e) that the indorsements appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear thereon;***

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

as to stamp;

(f) that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;

(g) that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course: provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of providing that the holder is a holder in due course lies upon him. ”

*১১৮। বিনিময়যোগ্য দলিল সম্পর্কিত অনুমিতি ক) প্রতিদান সম্পর্কিত; খ) তারিখ সম্পর্কিত; গ) সম্মতির সময়; ঘ) **হস্তান্তরের** সময়; ঙ) স্বত্বার্পণের আদেশ; চ) ষ্ট্যাম্প সম্পর্কিত; ছ) ধারক, যথাবিহীত ধারক; ।-*

*ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া **পর্যন্ত** বিনিময়যোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে-*

*(ক) প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল পণেরবিনিময়ে **প্রস্তুত** বা আদিষ্ট হয়; এবং উহা যখনসম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা **হস্তান্তরিত** হয়, তখন পণের জন্যই সম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা **হস্তান্তরিত** হয়;*

*(খ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে উলি-খিত তারিখেই **প্রস্তুত** বা আদেশকৃত হইয়াছে;*

(গ) প্রতিটি সম্মতিদানকৃত বিনিময় বিল উহাতে উলি-খিত তারিখের পর এবং পূর্ণতার পূর্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্মতিদানকৃত হইয়াছে;

*(ঘ) বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রতিটি **হস্তান্তর** পূর্ণতার পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে;*

(ঙ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে যে ক্রম-স্বত্বার্পণ পরিদৃষ্ট হয়, উহা উক্ত ক্রমেই করা হইয়াছে;

(চ) একটি হারানো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যথাযথভাবে ষ্ট্যাম্পযুক্ত ছিল;

*(ছ) বিনিময়যোগ্য দলিলের ধারক একজন যথাবিহীত ধারক; তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে দলিলটি উহার বৈধ স্বত্বাধিকারীর কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হইতে, অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে **(Fraudulently)** অর্জিত হইবে, অথবা উহা **প্রস্তুতকারী** বা সম্মতিদাতার নিকট হইতে অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে বা বেআইনী পণের বিনিময়ে অর্জিত হইবে, সেইক্ষেত্রে দলিলের ধারক যে একজন যথবিহীত ধারক তাহা তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে।*

আইন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত আইন-শব্দকোষের দ্বিতীয় সংস্করণে (মার্চ, ২০২০ তারিখে) Consideration এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

Consideration. পণ, বিবেচনা, মূল্য, প্রতিলাভ বি. ১. চুক্তির একপক্ষের কোনো কাজ, বিরতি, বা অঙ্গীকার যাহার মূল্যে বা বিনিময়ে তিনি অপরপক্ষের অঙ্গীকার অর্জন করেন। দালিলিক চুক্তি ব্যতীত অন্যপ্রকার চুক্তির বৈধতার জন্য পণ আবশ্যক। পণ-ব্যতিরেকে বিনা দলিলে উপনীত কোনো সমঝোতা বাধ্যকর নহে, ইহা একটি নগ্ন

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সমঝোতা (nudum pactum) মাত্র যাহা ল্যাটিন ex nudo pacto non oritur actio (নগ্ন সমঝোতা হইতে কোনো মামলা করিবার অধিকার জন্মায় না) নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। The Contract Act, 1872 এর ২(বি) ধারায় পণের নিম্নরূপ সংজ্ঞার্থ দেওয়া হইয়াছে; যখন অঙ্গীকারকারীর ইচ্ছানুযায়ী, অঙ্গীকার-প্রাপক অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিয়াছেন, অথবা কিছু করেন বা করা হইতে বিরত থাকেন, অথবা কোনো কিছু করিবার বা করা হইতে বিরত থাকিবার অঙ্গীকার করেন, তখন সেই কাজ, বিরতি বা অঙ্গীকারকে প্রথমোক্ত অঙ্গীকারের পণ বরা হয়। উক্ত আইনের ২৩ ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোনো সমঝোতার পণ বা উদ্দেশ্য বেআইনি হইলে তাহা বাতিল হইবে। উক্ত আইনের ২৫ ধারায় বলা হইয়াচে যে, কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত বিনা পণে উপনীত সমঝোতা বাতিল বলিয়া গণ্য হয়। ব্যতিক্রম হইতেছে কোনো নিকট আত্মীয়কে স্বাভাবিক প্রীতি ও ভালোবাসার জন্য লিখিত ও রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে কোনো কিছু দিতে অঙ্গীকার করিলে অথবা কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অঙ্গীকারকারীর জন্য কিছু করিয়া থাকিলে, তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ দিবার অঙ্গীকার করিলে বা অংগীকারকারীকে কোনো কিছু করিতে আইনত বাধ্য করিলে তাহা আইনত কার্যকর হয়। ২. ইংল্যান্ডে পণ-সম্পর্কিত মতবাদ চারটি প্রধান নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (১) পণ মূল্যবান হইতে হইবে। অর্থাৎ কার্য, নিবৃত্তি বা অঙ্গীকারের অর্থনৈতিক মূল্য থাকিতে হইবে। স্বাভাবিক প্রীতি ও ভালোবাসা বা নৈতিক দায়িত্বের মতো পন অঙ্গীকারকে কার্যকর করিবার জন্য যথেষ্ট নহে। (২) পণ পর্যাপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই কিন্তু যথেষ্ট হইতে হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত নহে বলিতে বুঝায় যে, উহার দ্বারা যে-অঙ্গীকার খরিদ করা হইতেছে, বাস্তবসম্মত না হইলেও তাহার একটি অর্থনৈতিক মূল্য থাকিবে। যদি 'ক' তাঁহার ৫০,০০০ টাকা মূল্যের বাড়ি 'খ'-য়ের নিকট ৫০০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে 'খ' মূল্যবান পণ দিতেছেন যদিও তাহা যথেষ্ট নহে। অনেক সময়ে এক টাকা পণে বাণিজ্যিক চুক্তি করা হয়। যথষ্টে হওয়ার অর্থ, আইনত ইহা যথেষ্ট হইতে হইবে। কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব পালন বা বর্তমান দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার আইনত পণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। (৩) পণের সূত্রপাত অঙ্গীকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা হইতে হইবে। এইরূপে যদি 'ক' অঙ্গীকার করেন যে, 'খ' 'গ'-কে চাকুরি দিবার বিনিময়ে তাঁহাকে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১০০০ টাকা দিবেন, তবে 'গ' 'খ'-য়ের অঙ্গীকার কার্যকর করিতে পারিবেন না, কারণ সে কোনো পণ দেয় নাই। (৪) পণ সম্পাদিত বা সম্পাদিতব্য হইতে পারে, তবে তাহা অবশ্যই অতীতের পণ হইবে না। একটি অঙ্গীকারের পরিবর্তে অপর একটি অঙ্গীকারকে (যেমন বিক্রয়ের চুক্তিতে হয়) সম্পাদিতব্য পণ বলা হয়। কোনো অঙ্গীকারের পরিবর্তে কোনো কার্য বা নিবৃত্তিকে (যেমন পুরস্কার লাভ করিবার জন্য খবর প্রদানের ক্ষেত্রে হয়) সম্পাদিত পণ বলা হয়। তবে কোনো সমাপ্ত কার্য বা বিৃত্তি কোনো পরবর্তী অঙ্গীকারের বেলায় অতীতের পণ মাত্র। উদাহরণস্বরূপ, 'ক' যদি অকারণে (বিনামূল্যে) 'খ'-কে খবর সরবরাহ করেন এবং পরে যদি 'খ' 'ক'-কে পুরস্কৃত করিতে অঙ্গীকার করেন, তখন তাহা অতীত পণ মাত্র, যাহা পণ বলিয়া গণ্য হয় না। **ধারা ১১৮ সহজ সরল পাঠে এটি স্পষ্ট যে, প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল প্রতিদানের বিনিময় বা পণের বিনিময় (Consideration) প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয়। তথা বিনিময় স্বরূপ প্রদত্ত হয়েছে ধরে নিতে হবে। চেক বিনিময় স্বরূপ প্রাপ্ত বিনিময়যোগ্য দলিল।** **আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে গৃহীত চেক প্রতিদানের বিনিময়ে বা পণের বিনিময়ে কোন দলিল নয় তথা বিনিময়যোগ্য দলিল নয়।** **ঋণ প্রদান এবং ঋণ আদায়ে কতিপয় আইন-কানুন মেনে চলতে হয়। সে আইন-কানুনের ব্যত্যয় ঘটলে মামলার পাহাড় হয়। বর্তমানে বিচার বিভাগ উক্ত পাহাড়সম মামলার জটে ভারাক্রান্ত।** **দুঃখজনকভাবে সত্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কতিপয় দূর্নীতিগ্রস্থ পরিচালক এবং এর কর্মকর্তাগণ তাদের খেয়াল খুশি মত অসাধু এবং অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান করে উক্ত মন্দ ঋণের আদায়কারীর ভূমিকায় বিচার বিভাগকে ব্যবহার করছে।** **The Negotiable Instrument Act,1881 এর বিধান মোতাবেক যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ গ্রহীতা হতে ঋণের বকেয়া তথা অনাদায়ী অংশের জামানতস্বরূপ গৃহীত চেক বিনিময়যোগ্য দলিল নয়, সেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ চেক প্রত্যাখানের মোকদ্দমা দায়ের করতে আইনত হকদার নয়।** **আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ঋণ গ্রহীতার মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ঋণ**

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

গ্রহীতাকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদান করে থাকে। উক্ত ঋণ এর বিপরীতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহীতা থেকে সুদসহ তার লভ্যাংশ গ্রহণ করেন। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ঋণ গ্রহীতার চুক্তির ভিত্তিতে ঋণ প্রদান এবং গ্রহণ করা হয়। সুতরাং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ গ্রহীতা হতে ঋণের বিপরীতে জামানত স্বরূপ গৃহীত চেক The Negotiable Instrument Act,1881 এর আওতাধীন বিনিময়যোগ্য দলিল নয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর প্রস্তাবনা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণ প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-"

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর উপরিল্লিখিত প্রস্তাবনা সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, **আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্যই এই আইনটি প্রণীত।** তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে সকল ঋণ বিতরণ করবে সেসব ঋণ খেলাপী হলে উক্ত খেলাপী ঋণ আদায়ের নিমিত্তে আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে খেলাপী ঋণ আদায় করতে আইনগত ভাবে হকদার। এ বিশেষ আইন শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত খেলাপী ঋণ আদায়ের নিমিত্তে প্রণীত। ঋণ চুক্তিতে বর্ণিত সময়ে ঋণের কিস্তি প্রদানে ঋণ গ্রহীতা ব্যর্থ হলে তথা ঋণ গ্রহীতা খেলাপী হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলীই কার্যকর হইবে।"

উপরিল্লিখিত ধারা ৩ মোতাবেক এটি সুস্পষ্ট যে, অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ খেলাপী ঋণ আদায়ে তথা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অনাদায়ী ঋণ আদায়ে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে আইনগত ভাবে অধিকারী নয়। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** *"আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কতিপয় জামানত বিক্রয়* ***১২। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উহার নিজ দখল বা নিয়ন্ত্রণে থাকা বিবাদীর কোন সম্পত্তি যাহা পণ বা বন্ধক (Lien or Pledge) রাখিয়া ঋন প্রদান করা হইয়াছে, এবং যাহা বিক্রয় করিবার আইনগত অধিকার বাদীর রহিয়াছে বা বাদীকে অর্পণ করা হইয়াছে, উহা বিক্রয় না করিয়া এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ পরিশোধ বাবদ সমন্বয় না করিয়া, অর্থঋণ আদালতে কোন মামলা দায়ের করিবে না।*** ***(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও, কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজ দখল বা নিয়ন্ত্রণে থাকা পণ বা বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া মামলা দায়ের করিলে অনতিবিলম্বে উক্ত সম্পত্তি পূর্ব-বর্ণিত মতে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণের সহিত সমন্বয় করিবে এবং বিষয়টি আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।*** ***(৩) কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিবাদীর নিকট হইতে কোন স্থাবর সম্পত্তি (Immovable Property) বন্ধক (Mortgage) রাখিয়া অথবা অস্থাবর সম্পত্তি (Movable Property) দায়বদ্ধ রাখিয়া (Hypothecated) ঋন প্রদান করিলে এবং বন্ধক প্রদান বা দায়বদ্ধ রাখার সময় বন্ধকী বা দায়বদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা [***] আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হইয়া থাকিলে, উহা বিক্রয় না করিয়া এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ পরিশোধ বাবদ সমন্বয় না করিয়া, অথবা বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ না হইয়া, অর্থঋণ আদালতে কোন মামলা***

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দায়ের করিবে না। *(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর বিধান, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিবে।* *(৫) কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যদি উহার অনুকূলে উপ-ধারা (৩) এর অধীন বন্ধকি বা দায়বদ্ধ কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য এই ধারার অধীন গৃহীত কার্যক্রমের সুবিধার্থে অনুরূপ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ বিক্রয়ের পূর্বে বা পরে বিবাদী বা ঋণ-গ্রতীতা হইতে নিজ দখল বা নিয়ন্ত্রণে সমর্পিত হওয়া অথবা, ক্ষেত্রমত, ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণ করা প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে উক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান লিখিতভাবে অনুরোধ করিলে বিবাদী বা ঋণ-গ্রহীতা অনুরূপ দখল অবিলম্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ক্ষেত্রমত, ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণ করিবে।* *(৫ক) উপ-ধারা (৫) এর অধীন লিখিতভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদি বিবাদী বা ঋণ-গ্রহাতা উপ-ধারায় উল্লিখিত সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা, ক্ষেত্রমত, ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া উক্ত সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ বিবাদী বা ঋণ-গ্রহীতা হইতে উহার অনুকূলে বা, ক্ষেত্রমত, ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিতে পারিবে; এবং অনুরূপভাবে অনুরুদ্ধ হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা তাহার মনোনীত প্রথম শ্রেনীর কোন ম্যাজিস্ট্রেট, উক্ত সম্পত্তি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে বন্ধক বা দায়বদ্ধ থাকার বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়া সাপেক্ষে, উহার দখল ও নিয়ন্ত্রণ বিবাদী বা ঋণ-গ্রহীতা হইতে উদ্ধার করিয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা, ক্ষেত্রমত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণ করিবেন।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(৬) কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধান পালন না করিলে, আদালত স্ব-উদ্যোগে অথবা দায়িকের লিখিত আবেদনক্রমে, ডিক্রী প্রদান করিবার সময় উক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সম্পত্তির প্রদর্শিত মূল্যায়নের, যদি থাকে, সমপরিশাণ অর্থ মামলার দাবী হইতে বাদ দিয়া ডিক্রী প্রদান করিবে এবং প্রদর্শিত মূল্য না থাকিলে, আদালত, সম্পত্তির স্থানীয় অধিক্ষেত্রের সাব-রেজিস্ট্রারের প্রতিবেদন গ্রহণ করিয়া, মূল্য নির্ধারণ করিবে এবং নির্ধারিত উক্ত মূল্যের সমপরিমান অর্থ মামলার দাবী হইতে বাদ দিয়া ডিক্রী প্রদান করিবে। *(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন যে সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য মামলার দাবী হইতে বাদ দিয়া ডিক্রী প্রদান করা হইবে, উক্ত সম্পত্তির মালিকানা ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৭) এর বিধানের অনুরূপ পদ্ধতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ন্যস্ত হইবে।* *(৮) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক* ***lien, pledge, hypothecation*** *অথবা* ***Mortgage*** *এর অধীন প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে কোন জমানতী স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হইলে, উক্ত বিক্রয় ক্রেতার অনুকূলে বৈধ স্বত্ত্ব সৃষ্টি করিবে এবং ক্রেতার ক্রয়কে কোনভাবেই তর্কিত করা যাইবে নাঃ* *তবে শর্ত থাকে যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্রয় কার্যক্রমে কোনরূপ অবৈধতা বা পদ্ধতিগত অনিয়ম থাকিলে, জামানত প্রদানকারী ঋণ-গ্রহীতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন।"* উপরিল্লিখিত ধারা ১২ পর্যালোচনায় এটি স্পস্ট প্রতীয়মান যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত পণ বা বন্ধক তথা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দায়বদ্ধ রেখে ঋণ প্রদান করেন। আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ খেলাপী হলে আদায়ের জন্য আর্থিক

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রথমেই অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২ মোতাবেক পণ, বন্ধক, স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে উক্ত ঋণ সমন্বয় করবেন। যদি উক্ত পণ, বন্ধক, স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণ গ্রহীতার ঋণ সমন্বয়ের পরও কোন ঋণের অংশ অনাদায়ী থেকে থাকে তাহলে উক্ত অবশিষ্ট অনাদায়ী খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অর্থঋন আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। এটি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ১৭ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা সম্পর্কিত বিধান

১৭। (১) এই আইনের অধীনে দাখিলী মামলা, সমন জার সত্ত্বেও বিবাদী হাজির না হইলে, সমন জারীর তারিখ হইতে অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, এবং বিবাদী হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিলে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, লিখিত জবাব দাখিলের তারিখ হইতে অনূর্ধ্ব ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও, ৯০ (নব্বই) দিবসের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইলে, উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করতঃ আদালত, উক্ত সময়সীমা অনূর্ধ্ব আরো ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিতে পারিবে।

উপরিল্লিখিত ধারা ১৭ পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, অর্থঋণ আদালতে দায়েরকৃত মামলা সর্বোচ্চ ১৫০ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি হবে। অর্থাৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ বকেয়া বা খেলাপী বা অনাদায়ী থাকলে তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে আদায়ের নিমিত্তে অত্র বিশেষ আইন তথা অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ প্রণীত হয়েছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-কে পাশ কাটিয়ে তথা উক্ত আইন অমান্য করে ঋণ গ্রহীতা থেকে তাদের খেয়ালখুশি মত বেআইনী ভাবে জামানতস্বরূপ ব্লাঙ্ক চেক গ্রহণ করছে এবং তাদের খেয়াল খুশিমত উক্ত ব্লাঙ্ক চেকে টাকার অংক বসিয়ে চেক প্রত্যাখান করে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ মোতাবেক চেক প্রত্যাখানের

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোকদ্দমা দায়ের করে সাধারণ জনগনকে বিশেষ করে কৃষক, ক্ষুদ্র এবং ছোট ব্যবসায়ীদের জেলে প্রেরণ করছে। **যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ মোতাবেকই তার খেলাপী ঋণ তথা অনাদায়ী ঋণ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, সেহেতু ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে খেলাপী ঋণ আদায়ে চেক প্রত্যাখানের মোকদ্দমা দায়েরের কোন সুযোগ নাই। তবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি তার নিজস্ব কোন সম্পত্তি বিক্রয় করে এবং বিনিময়ে সম্পত্তির ক্রেতা হতে কোন চেক গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে যদি সেই চেক প্রত্যাখাত হয় তখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত চেক প্রত্যাখানের বিরুদ্ধে চেকের মামলা করতে হকদার। কিন্তু কোন ভাবেই ঋণ আদায়ের নিমিত্তে চেক জামানত হিসেবে গ্রহণ করে তা প্রত্যাখানের মাধ্যমে চেক প্রত্যাখানের মামলা দায়ের করতে আইনত অধিকারী নয়। ফলে বাদী কর্তৃক অত্র চেক প্রত্যাখানের মোকদ্দমা আইন ও বিধি বহির্ভূত বিধায় বাদীর মোকদ্দমা দায়েরই বেআইনী। আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য।** অতএব, আদেশ হয় অত্র ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুর করা হল। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক দায়রা মামলা নং ৪১৭/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২০.০৬.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল ঘোষনা করা হল। আপীলকারীকে The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ এর অভিযোগ থেকে খালাস প্রদান করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের কপি প্রাপ্তির ১০(দশ) দিনের মধ্যে আপীলকারী কর্তৃক আদালতে জমাকৃত চেকে বর্ণিত টাকার ৫০% অত্র আপীলকারীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। **উদ্ভূত পরিস্থিতিতে The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ মোতাবেক চেক প্রত্যাখানের মামলা গ্রহণকারী সকল বিচারকদের কতিপয় নির্দেশ প্রদান জরুরী বিধায় নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে যে,** *(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে গৃহীত চেক বিনিময়যোগ্য দলিল নয় হেতু এমনতর চেক প্রত্যাখানের মোকদ্দমা গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হলো। যদি কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এমনতর চেক প্রত্যাখ্যানের মোকদ্দমা দাখিল করে তবে তা বিচারিক আদালত সরাসরি প্রত্যাখান করবেন।* *(২) আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে গৃহীত চেক হতে উদ্ভূত চেক প্রত্যাখানের ইতোমধ্যে দাখিলকৃত সকল মোকদ্দমার কার্যক্রম এখতিয়ার বহির্ভূত বিধায় বাতিল মর্মে ঘোষণা করে বিচারিক আদালত খারিজ করবেন। একইভাবে আপীল আদালতও আদেশ প্রদান করবেন।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি নির্দেশনা প্রদান জরুরী বিধায় নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে যে, (১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিটি ঋণের বিপরীতে ইন্সুরেন্স বাধ্যতামূলক করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা জারী করবে। (২) খেলাপী ঋণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান কি পদ্ধতিতে আদায় করবে তৎবিষয়ে বিস্তারিত ভাবে sanction letter-এ বর্ণনা দিতে হবে। (৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সকল ঋণ প্রদানে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করবে এবং নিয়মিত বিরতিতে তা দেখাশুনা করবে। (৪) ব্যাংকের টাকা যেহেতু জনগণের টাকা সেহেতু জনগণের টাকা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিচ্ছেন তা জনগণের জানার অধিকার আছে হেতু প্রত্যেক ঋণ মঞ্জুরের সাথে সাথে উক্ত ঋণ মঞ্জুরের Sanction Letter জনগণকে অবগতি করার জন্য সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপি সহ নথি (LCR) সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।